গঠনতন্ত্র

বিপিএটিসি অফিসার্স ক্লাব

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা।

২৬

বিপিএটিসি অফিসার্স ক্লাব
গঠনতন্ত্র

মুখবন্ধ

বিপিএটিসি অফিসার্স ক্লাব গঠনতন্ত্রকে আরও সময়োপযোগী গতিশীল ও বিস্তৃতকরিবার লক্ষ্যে ২০-৬-৮৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় গঠিত গঠনতন্ত্র রিভিউ কমিটির সুপারিশক্রমে গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধন করা হইল।

যাহা অদ্য ৯/২/৮৯ ইং তারিখ সাধারণ পরিষদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

১ম পরিচ্ছেদ: শিরোনাম ও প্রারম্ভ

অনুচ্ছেদ নং-১ এই গঠনতন্ত্রের নাম হইবে 'বিপিএটিসি অফিসার্স ক্লাব গঠনতন্ত্র' এবং ইহা অদ্য ১২/২/৮৯ ইং তারিখ হইতে কার্যকরী হইবে।

২য় পরিচ্ছেদ: সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

অনুচ্ছেদ নং ২- নিম্নোক্ত বিষয় ও প্রসংগে কোন কিছু অসংগত বা প্রতিকূল না হইলে-

(ক) 'বিপিএটিসি' অর্থ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
(খ) 'ক্লাব' অর্থ বিপিএটিসি অফিসার্স ক্লাব,
(গ) 'গঠনতন্ত্র' অর্থ বিপিএটিসি অফিসার্স ক্লাবের গঠনতন্ত্র,
(ঘ) 'সভাপতি' অর্থ এই গঠনতন্ত্র মতে ক্লাবের সভাপতি,

২৫

(ঙ) 'বর্ষ' অর্থ বিপিএটিসি অফিসার্স ক্লাবের অর্থ বৎসর যাহা ১লা জুলাইহইতে পরবর্তী বৎসরের ৩০শে জুন পর্যন্ত গণনা করা হইবে।

(চ) 'কেন্দ্র' অর্থ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

(ছ) 'চাঁদা' বলিতে এই গঠনতন্ত্র মতে ধার্যকৃত মাসিক চাঁদা এবং অনুষ্ঠানাদির জন্য সময়ে সময়ে নির্ধারিত চাঁদা বুঝাইবে।

(জ) 'ফি' অর্থ ক্লাবের বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য এই গঠনতন্ত্র মতে সময়ে সময়ে ধার্যকৃত ফি।

(ঝ) 'পরিবারবর্গ' অর্থ কোন সদস্যের স্ত্রী/স্বামী, সন্তান-সন্তুতি এবং স্থায়ীভাবে নির্ভরশীল ও বসবাসকারী পোষ্যবর্গকে বুঝাইবে।

(ঞ) 'অসদাচরণ' অর্থ ক্লাব সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে অশালীন ও অসৌজন্যমূলক ব্যবহার এবং সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অমান্য করা।

৩য় পরিচ্ছেদঃ ক্লাবের উদ্দেশ্যাবলী

অনুচ্ছেদ নং ৩- ক্লাবের উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ হইবেঃ

(ক) ক্লাবের সকল সদস্য ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সম্প্রীতি সংরক্ষণ ও বৃদ্ধিকরণ;

(খ) সকল সদস্য ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের জন্য সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, চিত্তবিনোদন, সেবা ও দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

(গ) জাতীয় অনুষ্ঠানাদি উদযাপন করা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ ক্লাবের সদস্য

অনুচ্ছেদ নং ৪- নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণ ক্লাবের সদস্য হইতে পারিবেনঃ

(ক) বিপিএটিসি'তে কর্মরত সকল কর্মকর্তা,

(খ) বিপিএটিসি চত্বরে অবস্থানরত স্কুল ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তাগণ ।

অনুচ্ছেদ নং ৫- সদস্য পদ লাভের নিয়মাবলীঃ

(ক) ক্লাবের সদস্য পদ লাভের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ছকে সাধারণ সম্পাদকের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং আবেদন পত্রের সংগে এক মাসের চাঁদা অগ্রিম প্রদান করিতে হইবে।

(খ) আবেদন না-মঞ্জুর হইলে এবং অনুচ্ছেদ নং ৭(ক) মতে কোন সদস্য তাঁহার সদস্য পদ প্রত্যাহার করিলে এক বৎসরের মধ্যে তিনি ক্লাবের সদস্য পদের জন্য পুনরায় আবেদন করিতে পারিবেননা।

অনুচ্ছেদ নং ৬- সদস্যদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারঃ

(ক) ক্লাবের সকল সদস্য সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবেন;

(খ) সকল সদস্য ক্লাবের নিয়ম কানুন মানিয়া চলিবেন;

(গ) সকল সদস্য অনুচ্ছেদ নং ৮ও ৯এর বিধান মতে নিয়মিত চাঁদা প্রদান করিবেন;

(ঘ) প্রত্যেক সদস্য সাধারণ পরিষদের সভায় স্ব স্ব মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেন এবং যে কোন গঠনমূলক কাজের প্রস্তাব লিখিতভাবে পেশ করিতে পারিবেন;

(ঙ) যে কোন সদস্য অনুচ্ছেদ নং ১০(২)(ঝ) এর শর্তপূরণ সাপেক্ষে কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ভোটে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন;

(চ) ক্লাবের কার্যাদি ও অনুষ্ঠানাদি সম্পাদনে প্রত্যেক সদস্য প্রয়োজনে স্বেচ্ছাশ্রম প্রদান করিবেন;

(ছ) প্রত্যেক সদস্য ক্লাবের সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন এবং ক্লাব আয়োজিত সকল অনুষ্ঠানে (আমন্ত্রণ সাপেক্ষে সপরিবারে) অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদ নং ৭- সদস্যপদ প্রত্যাহার, স্থগিত ও বাতিল ঃ

(ক) কোন সদস্য যদি কোন কারণে ক্লাবের সদস্য পদ প্রত্যাহার করিতে চান তাহা হইলে কারণ উল্লেখ পূর্বক লিখিত আবেদন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদকের নিকট দাখিল করিতে হইবে। সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উক্ত আবেদন পেশ করিবেন। সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে পরিষদ আবেদন মঞ্জুর করিবেন। গৃহীত সিদ্ধান্ত সাধারণ সম্পাদক ৭ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানাইয়া দিবেন।

(খ) যদি অত্র ক্লাবের কোন সদস্যের মৃত্যু/চাকুরীচ্যুত/বদলী/ অবসর ইত্যাদি ঘটে তাহা হইলে তাঁহার সদস্য পদ আপনা হইতেই বাতিল হইয়া যাইবে।

(গ) যদি কোন সদস্যের মাসিক চাঁদা পর পর তিন মাস বাকী পড়ে অথবা ধার্যকৃত কোন ফি অপরিশোধিত থাকে তাহা হইলে অনুচ্ছেদ-৯(ঘ) মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(ঘ) কোন সদস্য কম পক্ষে ছয় মাসের জন্য অত্র কেন্দ্র হইতে অনুপস্থিত থাকিলে তিনি লিখিতভাবে সাধারণ সম্পাদককে জানাইয়া অনুপস্থিতিকালের জন্য তাঁহার সদস্য পদ স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং ঐ সময়ের জন্য অনুচ্ছেদ-৮(ক) মতে ক্লাবের দেয় চাঁদা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন। সাধারণ সম্পাদক বিষয়টি কার্যনির্বাহী পরিষদকে অবহিত করিবেন।

(ঙ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কোন সদস্যের বিরুদ্ধে অনুচ্ছেদ নং-১৪ এর বিধান মতে শৃংখলামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে উক্ত সদস্যের সদস্য পদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। এই ক্ষেত্রে কোন রকম প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(চ) যে কোন কারণেই কোন সদস্য পদ প্রত্যাহার, স্থগিত বা বাতিল হউক না কেন তিনি তাঁহার জমাকৃত মাসিক চাঁদা বা অন্যান্য চাঁদা বা ফি হইতে কোন টাকা ফেরৎ চাহিতে পারিবেন না।

অনুচ্ছেদ নং ৮- সদস্যদের মাসিক চাঁদা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য সময়ে সময়ে ধার্যকৃত চাঁদা এবং ক্লাবের কোন কার্যক্রমের জন্য প্রদেয় ফি নিম্নরূপ হইবেঃ-

(ক) প্রত্যেক সদস্যকে প্রতি মাসে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হারে ও পদ্ধতিতে চাঁদা প্রদান করিতে হইবে।

(খ) কেহ যদি ষান্মাষিক কিংবা বার্ষিক ভিত্তিতে এককালীন চাঁদা প্রদাণ করিতে চাহেন তাহা হইলে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হারে ও পদ্ধতিতে প্রদাণ করিতে হইবে।

(গ) বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য সময়ে সময়ে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত চাঁদা সদস্যগণ সম্মতি সাপেক্ষে প্রদান করিবেন।

(ঘ) ক্লাবের কোন বিশেষ কার্যক্রম যেমন সন্তান-সন্ততিদের নাচ-গান শিখানো ইত্যাদির জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হারে ও পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ ফি প্রদান করিবেন। তবে এইরূপ কার্যক্রমের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ ক্লাবের বাজেট থেকে অর্থ সংকুলান বা ভর্তুকীর ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদ নং ৯- চাঁদা ও ফি আদায়ঃ

(ক) প্রত্যেক সদস্য চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ক্লাবের মাসিক চাঁদা প্রদান করিবেন।

(খ) অনুচ্ছেদ নং ৮ এর উপ-অনুচ্ছেদ (ক), (খ) ও (ঘ) তে বর্ণিত চাঁদা ও ফি সাধারণ সম্পাদক/কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষরে ক্লাবের মোহরযুক্ত ছাপানো রশীদে আদায় করিতে হইবে।

(গ) অনুচ্ছেদ নং- ৮(গ) তে বর্ণিত চাঁদা ছাপানো রশীদের পরিবর্তে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধের মাধ্যমে আদায় করা যাইতে পারে।

(ঘ) অনুচ্ছেদ নং ৭(গ) অনুসারে কোন সদস্যের বকেয়া চাঁদা বা ফি পরিশোধ করিবার জন্য সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরে সংশ্লিষ্ট সদস্যের নিকট বিল পাঠাইতে হইবে। বিল প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে বিলে উল্লেখিত টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। অন্যথায় অনুচ্ছেদ নং ১৪(গ) এর বিধান মতে কার্যনির্বাহী পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(ঙ) আদায়কৃত চাঁদা ও ফি এক সপ্তাহের মধ্যে ক্লাবের ব্যাংক একাউন্টে জমা দিতে হইবে। তবে জরুরী প্রয়োজনে ৮(গ) অনুচ্ছেদ মতে আদায়কৃত চাঁদা ব্যাংক একাউন্টে জমা না দিয়াও হিসাব রক্ষণ এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে খরচ করা যাইবে।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ ব্যবস্থাপনা

অনুচ্ছেদ নং- ১০-এই ক্লাব নিম্নোক্ত দুইটি পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হইবে ঃ

১। সাধারণ পরিষদ;
২। কার্যনির্বাহী পরিষদ।

১। সাধারণ পরিষদ ঃ

(ক) ক্লাবের সকল সদস্য সমন্বয়ে গঠিত সাধারণ পরিষদ ক্লাবের সর্বোচ্চ পরিষদ হিসাবে গণ্য হইবে। ক্লাবের

পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য এই পরিষদ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

(খ) সাধারণ পরিষদের দুই ধরনের সভা অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

(১) বার্ষিক সাধারণ সভা;
(২) বিশেষ সাধারণ সভা।

(গ) এই গঠনতন্ত্র বা গঠনতন্ত্রের আওতায় প্রণীত বিধি সম্মতভাবে সাধারণ সভায় ক্লাবের নিম্নোক্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা যাইবে ঃ

(১) পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ;
(২) কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক কোন সদস্যের সদস্য পদ বাতিলের প্রস্তাব বিবেচনা বা অনুমোদন করা;
(৩) গঠনতন্ত্রের সংশোধনী;
(৪) ক্লাব পরিচালনা সংক্রান্ত কোন বিধি প্রণয়ন ও অনুমোদন;
(৫) ক্লাবের বিগত বৎসরের কার্যাবলী পর্যালোচনা এবং চলতি বৎসরের প্রস্তাবিত কর্মসূচী অনুমোদন;
(৬) ক্লাবের বার্ষিক বাজেট বিবেচনা ও অনুমোদন;
(৭) ক্লাবের বার্ষিক ব্যয় নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে নিরীক্ষক নিয়োগ বা নিরীক্ষা কমিটি গঠন;
(৮) ক্লাবের বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন পরীক্ষান্তে অনুমোদন;

(৯) প্রতি বৎসরের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(১০) কার্যনির্বাহী পরিষদের সুপারিশক্রমে অন্য যে কোন বিষয় নিষ্পত্তিকরণ।

(ঘ) মোট সদস্যের সংখ্যা গরিষ্ঠের উপস্থিতিতে সাধারণ পরিষদের সভার কোরাম হইবে। কোন সভায় কোরাম না হইলে এক সপ্তাহের জন্য সভা স্থগিত রাখিতে হইবে। সাধারণ পরিষদের স্থগিত সভায় কোন কোরাম প্রয়োজন হইবে না।

(ঙ) কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন এবং কোন সদস্যের সদস্য পদ বাতিলকরণ গোপন ব্যালট পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হইবে।

(চ) কোন সদস্যের অনুপস্থিতিতে তাঁহার ভোট দানের কোন বিধান থাকিবেনা।

(ছ) গঠনতন্ত্রের সংশোধনী এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ বা পরিষদের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব বা কোন সাধারণ সদস্যের সদস্যপদ বাতিল ছাড়া অন্য যে কোন সিদ্ধান্ত সভায় উপস্থিত সাধারণ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইবে। কোন ক্ষেত্রে টাই হইলে সভাপতি কাষ্টিং ভোট দিবেন।

(জ) সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভার জন্য ন্যুনপক্ষে ১৪ দিন পূর্বে বিজ্ঞপ্তি (আলোচ্য সূচীসহ) প্রচার করিতে হইবে। এই বিজ্ঞপ্তি ক্লাবের সকল সদস্যের দপ্তরে বা বাসায়

পৌঁছাইতে হইবে এবং ক্লাবের নোটিশ বোর্ডে দিতে হইবে।

(ঝ) সভাপতির সম্মতিক্রমে সাধারণ সম্পাদক মে মাসের পূর্বে নয় এবং জুলাই মাসের পরে নয় এই রকম সময়ে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত যে কোন এক তারিখে বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন।

(ঞ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন জরুরী বিষয় নিষ্পত্তির জন্য তিন দিনের নোটিশে বৎসরের যে কোন সময় সাধারণ সম্পাদক পরিষদের বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

(ট) ক্লাব সম্পর্কিত কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় বা বিষয়বস্তু নিষ্পত্তি করিবার উদ্দেশ্যে সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভা আহ্বান করিবার জন্য ক্লাবের এক পঞ্চমাংশ সদস্য লিখিতভাবে সভাপতির নিকট প্রস্তাব রাখিতে পারিবেন। প্রস্তাব প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে সভাপতি সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভা আহ্বান করিবেন।

(ঠ) সাধারণ পরিষদ অন্যভাবে নির্দেশ প্রদান না করিলে পরিষদের যে কোন সিদ্ধান্ত যে তারিখে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল সেই তারিখ হইতে কার্যকরী হইবে।

(ড) সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে ১০ দিনের মধ্যে সাধারণ পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে সকল সদস্যকে জানাইতে হইবে।

১৬

২। কার্যনির্বাহী পরিষদ ঃ

(ক) নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে ক্লাবের কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হইবে ঃ

১।	সভাপতি	১ জন
২।	সহ-সভাপতি - ১	১ "
৩।	সহ-সভাপতি - ২	১ "
৪।	সাধারণ সম্পাদক	১ "
৫।	যুগ্ম সম্পাদক	১ "
৬।	কোষাধ্যক্ষ	১ "
৭।	ক্রীড়া সম্পাদক	১ "
৮।	সাংস্কৃতিক সম্পাদক	১ "
৯।	সদস্য	৫ "

(খ) কেন্দ্রের রেক্টর পদাধিকার বলে অথবা তাঁহার মনোনীত কোন কর্মকর্তা কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি হইবেন।

(গ) কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা ও সদস্য এক বৎসরের জন্য ক্লাবের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে অনুচ্ছেদ নং ১০(২)(ঝ) - এর বিধান মতে নির্বাচিত হইবেন।

(ঘ) কার্যনির্বাহী পরিষদের একটি পদ শূন্য হইবে যদি ঃ

(১) অনুচ্ছেদ নং ১৪ - এর আওতায় সাধারণ পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মতে একজন কর্মকর্তা বা সদস্যের ক্লাবের সদস্যপদ বাতিল ঘোষিত হয়।

(২) একজন কর্মকর্তা বা সদস্য লিখিতভাবে তাঁহার পদত্যাগ পত্র সভাপতির নিকট পেশ করিবেন।

(৩) অনুচ্ছেদ নং- ৭ এর বিধান মতে কোন কর্মকর্তা বা সদস্য তাঁহার সাধারণ পরিষদের সদস্যপদ প্রত্যাহার করেন অথবা স্থগিত রাখেন অথবা তাঁহার সদস্যপদ বাতিল ঘোষিত হয়।

(৪) অনুচ্ছেদ নং- ১৫ এর বিধান মতে কোন কর্মকর্তা বা সদস্যের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়।

(ঙ) কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন শূন্য পদের দায়িত্ব পরিষদের সংখ্যা গরিষ্ঠের সম্মতি সাপেক্ষে পরিষদের যে কোন কর্মকর্তা বা সদস্য তাঁহার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে অস্থায়ীভাবে পালন করিতে পারিবেন। বিষয়টি পরবর্তী সাধারণ পরিষদের সভায় পেশ করিতে হইবে। অনাস্থার ফলে উদ্ভূত শূন্য পদ পূরণের জন্য সাধারণ পরিষদ অনুচ্ছেদ নং ১৬(খ) এর বিধান অনুসরণ করিবেন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত বহাল রাখিতে পারিবেন অথবা অন্য যে কোন সদস্যকে উদ্ভূত শূন্য পদে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে কার্য বৎসরের বাকী সময়ের জন্য মনোনীত করিতে পারিবেন।

(চ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ঃ

(১) প্রতি দুই মাসে অন্তত একবার পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) সভা অনুষ্ঠানের অন্তত তিন দিন পূর্বে বিজ্ঞপ্তি দিতে হইবে।

১৪

(৩) সভাপতির নির্দেশক্রমে ২৪ ঘন্টার নোটিশে জরুরী সভা আহ্বান করা যাইতে পারে ।

(৪) সভাপতির অনুপস্থিতিতে অথবা তাঁহার অনুমতিক্রমে সহ-সভাপতি-১ এবং সহ-সভাপতি-১ এর অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি- ২ সভা পরিচালনা করিতে পারিবেন ।

(৫) সভায় কার্যনির্বাহী পরিষদের সংখ্যা গরিষ্ঠের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে ।

(৬) উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে যে কোন বিষয় নিস্পত্তি করা যাইবে ।

(ছ) কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যাবলীঃ

(১) ক্লাবের বার্ষিক আয়-ব্যয় এর বাজেট, ক্লাবের বার্ষিক কর্মসূচী, প্রকৃত খরচের বার্ষিক হিসাব ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন;

(২) সদস্যপদ সংক্রান্ত এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালন সম্পর্কিত যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(৩) সদস্যদের মাসিক চাঁদার হার নির্ধারণ ছাড়া অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য ফি/চাঁদার হার নির্ধারন;

(৪) বাজেট অনুমোদিত বিভিন্ন ব্যয় অনুমোদন;

(৫) কমিটির নিজস্ব কর্মপদ্ধতি এবং প্রয়োজনে যে কোন সাব-কমিটির কর্মপদ্ধতি নির্ধারনের জন্য বিধি প্রণয়ন;

(৬) এই গঠনতন্ত্র মতে এবং সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে যে কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অনুচ্ছেদ নং ১৪ এর বিধান অনুযায়ী শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৭) কমিটির যে কোন কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য প্রয়োজনবোধে সাব কমিটি গঠন। গঠিত সাব-কমিটি নিজ সদস্যকে অথবা ক্লাবের অন্য যে কোন সদস্যকে যে কোন দায়িত্ব অর্পন করিতে পারিবেন;

(৮) কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন সদস্যকে যে কোন দায়িত্ব অর্পন;

(৯) সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অর্পিত এবং এই গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত অন্যান্য যে কোন কার্যাবলী সম্পাদন।

(ঋ) কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনঃ

(১) কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল হইবে ১লা জুলাই হইতে ৩০শে জুন। ২০শে জুনের মধ্যে পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। তবে রেক্টর এর অনুমোদনক্রমে বিশেষ প্রয়োজনে ২০শে জুনের পূর্বে অথবা পরেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে। সেই ক্ষেত্রে পরবর্তী ৩০শে জুন পর্যন্ত বাড়তি বা কমতি সময় নির্বাচিত কার্য-নির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) কর্মরত কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচনের দিন ধার্য করিবেন এবং নির্বাচন পরিচালনার জন্য পরিষদ বহির্ভূত সদস্যদের মধ্য হইতে একজন রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিবেন। রিটার্নিং অফিসার দুই জন পোলিং অফিসার নিয়োগ করিবেন। রিটার্নিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারগণ ভোট দিতে পারিবেন কিন্তু পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(৩) সকল সদস্যের অবগতির জন্য রিটার্নিং অফিসার ধার্যকৃত নির্বাচন দিনের অন্ততঃ একুশ দিন পূর্বে

১২/

নির্বাচনী কার্যক্রম সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন।

(৪) নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ৭ দিনের মধ্যে যাহারা আগের মাস পর্যন্ত চাঁদা পরিশোধ করিবেন তাঁহারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৫) নির্বাচনে অংশগ্রহনেচ্ছু সদস্য নির্ধারিত মনোনয়ন পত্রে একক ভিত্তিতে লিখিতভাবে আবেদন করিবেন যাহা একজন সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং অপর একজন সদস্য কর্তৃক সমর্থিত হইতে হইবে এবং মনোনয়ন পদে প্রার্থীর সম্মতি থাকিতে হইবে।

(৬) মনোনয়ন পত্র রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক জারিকৃত নোটিশে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৭) একজন সদস্যের মনোনয়ন বৈধ বিবেচিত হওয়ার পর নির্বাচনে অংশগ্রহণের যোগ্যতা সত্বেও তিনি তাঁহার পদপ্রার্থীতা লিখিতভাবে নোটিশে উল্লেখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(৮) স্বাভাবিক কারণবশতঃ অথবা পদপ্রার্থীতা প্রত্যাহারের পর যদি কোন পদে কেবল মাত্র একজন করিয়া প্রার্থী থাকেন তাহা হইলে তিনি নির্বাচিত বলিয়া গন্য হইবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের জন্য প্রার্থী সংখ্যা যদি নির্বাচিতব্য সংখ্যা ৫(পাঁচ) এর অধিক না হয় তাহা হইলে তাঁহারাও নির্বাচিত বলিয়া গন্য হইবেন।

✓ (৯) কোন পদের জন্য কেহ মনোনয়ন পত্র জমা না দিলে সেই পদে রেক্টর তাঁহার পছন্দমতে ক্লাবের যে কোন

সদস্যকে মনোনীত করিতে পারিবেন।

(এঙ) কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্যদের দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

১। সভাপতি

১) অন্য কোন কারণে অপারগ না হইলে সভাপতি ক্লাবের সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সভায় এবং ক্লাব আয়োজিত সকল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবেন।

২) জরুরী প্রয়োজনে বাজেট অনুমোদিত নয় এই রকম যে কোন বিষয়ে পরবর্তী সাধারণ পরিষদের সভায় নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে খরচের মন্জুরী প্রদান।

৩) এই গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদন।

২। সহ-সভাপতি

১) সভাপতির অনুপস্থিতিতে এবং অনুমতিক্রমে সহ-সভাপতি-১ এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি-২ সভাপতির যে কোন দায়িত্ব পালন করিবেন।

২) সভাপতি কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব সম্পাদন।

৩। সাধারণ সম্পাদক

১) সাধারণ সম্পাদক ক্লাবের নির্বাহী কর্মকর্তা। সভাপতির নিয়ন্ত্রণাধীনে তিনি ক্লাবের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্বে থাকিবেন।

২) তিনি সভাপতির অনুমোদনক্রমে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ও সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বান করিবেন এবং সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত, বিতরণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন।

৩) তিনি সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ক্লাবের বার্ষিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৪) তিনি ক্লাবের বার্ষিক কর্মসূচী, বার্ষিক বাজেট, বৎসরান্তে প্রকৃত আয় ও ব্যয় এর হিসাব, গৃহীত কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন ও বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করিবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদিত হওয়ার পর সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন।

৫) তিনি যুগ্ম সম্পাদক এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন সদস্যকে ক্লাব সম্পর্কিত যে কোন নির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পন করিতে পারিবেন।

৬) তিনি ক্লাবের কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে আনীত কোন অভিযোগের নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৭) সাধারণ সম্পাদক কোন বিষয়ে ৫০০ টাকা পর্যন্ত এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে তদুর্ধ খরচের ভাউচার অনুমোদন করিতে পারিবেন।

৮) তিনি এই গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদন করিবেন।

৪। যুগ্ম সম্পাদক ঃ

১) তিনি সাধারণ সম্পাদককে তাঁহার কার্যাবলী সম্পাদনে সহযোগিতা করিবেন।

২) সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

৩) সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তিনি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

৫। কোষাধ্যক্ষ ঃ

১) কোষাধ্যক্ষ ক্লাবের হিসাব রক্ষনের সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবেন।

২) তিনি অনুচ্ছেদ নং ৯(ঙ), ১১(খ) এবং ১১(গ) এর আওতায় প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ ব্যাংক একাউন্টে জমা দান নিশ্চিত করিবেন। তিনি অনুচ্ছেদ নং ৮(গ) মতে চাঁদা সংগ্রহ এবং খরচের হিসাব সংরক্ষন করিবেন।

৩) ক্লাবের দৈনন্দিন কার্যক্রমের জন্য তিনি ১০০০/- (এক হাজার) টাকা পর্যন্ত নগদ হাতে রাখিতে পারিবেন।

৪) কোষাধ্যক্ষ ছুটিতে থাকাকালীন অবস্থায় বা অন্য কোন কারণে তাঁহার সাময়িক অনুপস্থিতির সময়ে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করিবার জন্য সভাপতি কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন সদস্যকে মনোনীত করিবেন।

৬ <u>ক্রীড়া সম্পাদকঃ</u>

অনুমোদিত কর্মসূচী মতে তিনি ক্রীড়া কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

৭ <u>সাংস্কৃতিক সম্পাদকঃ</u>

অনুমোদিত কর্মসূচী মতে তিনি সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

৮। সদস্যঃ

১) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থিত থাকিয়া নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করিবেন।

২) কার্যনির্বাহী পরিষদ অথবা সভাপতি কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব সম্পাদন করিবেন।

৯। সভাপতি কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন কর্মকর্তার সাময়িক অনুপস্থিতিতে তাঁহার দায়িত্ব উক্ত পরিষদের যে কোন কর্মকর্তা বা সদস্যের উপর ন্যস্ত করিতে পারিবেন।

৭ম পরিচ্ছেদঃ ক্লাবের তহবিল

অনুচ্ছেদ নং-১৯ নিম্নোক্ত উৎস হইতে ক্লাবের তহবিল গঠিত হইবেঃ

(ক) সদস্যদের মাসিক চাঁদা

(খ) বিপিএটিসি'র অনুদান

(গ) সরকারী/বেসরকারী/জাতীয়/আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক সাহায্য এবং শর্তহীনভাবে ব্যক্তিগত দান।

অনুচ্ছেদ নং- ১২ তহবিল সংরক্ষণ ঃ

(ক) বিপিএটিসি ক্যাম্পাসে অবস্থিত ব্যাংকে ক্লাবের নামে সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষের যুগ্ম স্বাক্ষরে একটি ব্যাংক একাউন্ট পরিচালিত হইবে। ক্লাবের যাবতীয় আয় ও ব্যয় উক্ত একাউন্টের মাধ্যমে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(খ) সাধারণ সম্পাদক সকল প্রকার প্রকৃত খরচের বিবরণ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন।

অনুচ্ছেদ নং- ১৩ হিসাব নিরীক্ষা ঃ

(ক) সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুচ্ছেদ নং ১০(১)(৭) এর বিধান মতে মনোনীত নিরীক্ষক বা নিরীক্ষা কমিটি ক্লাবের সমুদয় আয়-ব্যয় এর হিসাব বৎসরান্তে নিরীক্ষা করিবেন।

(খ) নিরীক্ষা প্রতিবেদন সকলের অবগতি এবং অনুমোদনের জন্য সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় পেশ করিতে হইবে।

৮ম পরিচ্ছেদ ঃ শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা

অনুচ্ছেদ নং-১৪

(ক) কার্যনির্বাহী পরিষদ নিজ উদ্যোগে অথবা ক্লাবের অন্য কোন সদস্যের অভিযোগের ভিত্তিতে ক্লাবের যে কোন সদস্যের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত কারণের জন্য শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে ঃ

১) অসদাচরণ;

২) ক্লাবের উদ্দেশ্য ব্যাহত করিবার লক্ষ্যে কোন প্রকার কার্যক্রমে লিপ্ত থাকা বা উহা করিবার জন্য অন্য কাহাকেও প্রভাবিত বা প্ররোচিত করা বা করিবার চেষ্টা করা;

৩) গঠনতন্ত্রের যে কোন বিধান বহির্ভূত কাজ করা এবং

৪) ক্লাবের প্রদেয় চাঁদা/ফি অপরিশোধিত থাকা।

(খ) উপ-অনুচ্ছেদ ক(১), ক(২) ও ক(৩) এর আওতায় আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হইলে সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে অভিযুক্ত সদস্যের সদস্য পদ বাতিল করা যাইবে। তবে সদস্য পদ বাতিল জনিত প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে পেশ করিবার পূর্বে অভিযুক্ত সদস্যকে ন্যূনপক্ষে একবার ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ দিতে হইবে এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অথবা পরিষদ মনোনীত কোন তদন্ত কমিটি বা কর্মকর্তা কর্তৃক অভিযোগটি তদন্ত করিতে হইবে।

(গ) উপ-অনুচ্ছেদ ক(৪) এবং অনুচ্ছেদ নং ৯(ঘ) অনুযায়ী চাঁদা/ফি অপরিশোধিত থাকিলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতিক্রমে সংশ্লিষ্ট সদস্যের সদস্য পদ বাতিল করিতে পারিবেন অথবা কোন বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া অন্যরূপ নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৯ম পরিচ্ছেদ ঃ অনাস্থা প্রস্তাব

অনুচ্ছেদ নং- ১৫

(ক) কর্তব্যে অবহেলা, ক্লাবের উদ্দেশ্য ও স্বার্থ বিরোধী কোন কার্যকলাপের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ অথবা পরিষদের কোন কর্মকর্তা বা সদস্যের বিরুদ্ধে ক্লাবের সদস্যরা অনাস্থা প্রস্তাব আনিতে পারিবেন।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন কর্মকর্তা বা সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হইলে বিস্তারিত অভিযোগ উল্লেখ পূর্বক সাধারণ পরিষদের সদস্যদের এক তৃতীয়াংশের নাম ঠিকানাসহ স্বাক্ষরিত নোটিশ ক্লাবের সভাপতির নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(গ) সভাপতি নোটিশ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভা আহবান করিবেন। ক্লাবের মোট সদস্য সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ ভোটে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হইবে। তবে সাধারণ পরিষদ উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যা গরিষ্ঠের সম্মতিক্রমে বিষয়টি তদন্তের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদ নং- ১৬ অনাস্থার ফলে উদ্ভূত শূন্য পদ পূরণ ঃ

(ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা পাশ হইলে উক্ত কার্যনির্বাহী পরিষদ বহির্ভূত একটি অস্থায়ী নির্বাহী কমিটি সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গঠিত হইবে এবং কর্মকর্তাদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টনের কাজ নির্ধারিত হইবে। উক্ত অস্থায়ী নির্বাহী কমিটি কার্য বৎসরের

বাকী সময় পর্যন্ত বহাল থাকিবে এবং অনুচ্ছেদ নং - ১০(২)(ঝ) অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবে।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন কর্মকর্তা বা সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা পাশ হইলে উদ্ভুত শূন্য পদে সাধারণ পরিষদ সংখ্যা গরিষ্ঠের সম্মতিক্রমে পরিষদের যে কোন সদস্যকে কার্য বৎসরের বাকী সময়ের জন্য মনোনীত করিতে পারিবে অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন কর্মকর্তা বা সদস্যকে উক্ত শূন্য পদে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে পালন করার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(গ) পূর্ববর্তী পরিষদ/কর্মকর্তা/সদস্য অস্থায়ী নির্বাহী কমিটি/মনোনীত কর্মকর্তা/সদস্যের নিকট অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে অবশ্যই দায়িত্ব বুঝাইয়া দিবেন।

১০ম পরিচ্ছেদঃ কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিল

অনুচ্ছেদ নং-৯৭

(ক) নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ ক্লাবের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থ হইলে বা ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়া প্রতিয়মান হইলে রেক্টর পরিষদকে বাতিল ঘোষণা করিতে পারিবেন এবং সেই ক্ষেত্রে অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে হইতে ক্লাব পরিচালনার জন্য একটি অস্থায়ী নির্বাহী কমিটি গঠন করিবেন।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিল ঘোষণার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে উক্ত অস্থায়ী নির্বাহী কমিটি অনুচ্ছেদ নং-১০(২)(ঝ) অনুযায়ী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১১শ পরিচ্ছেদঃ গঠনতন্ত্র সংশোধন

অনুচ্ছেদ নং- ১৮

(ক) সাধারণ পরিষদ বার্ষিক সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্রের যে কোন অনুচ্ছেদ/উপ-অনুচ্ছেদ পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন বা সংশোধন করিতে পারিবে।

(খ) ক্লাবের যে কোন পাঁচজন সদস্য গঠনতন্ত্র সংশোধনীর প্রস্তাব বার্ষিক সাধারণ সভার অন্তুতঃ ৭(সাত) দিন পূর্বে সাধারণ সম্পাদকের নিকট লিখিতভাবে পেশ করিতে পারিবেন।

(গ) গঠনতন্ত্র সংশোধনী জনিত প্রস্তাব সকল সদস্যের মধ্যে লিখিতভাবে বিতরণ করিতে হইবে এবং সভার আলোচ্য-সূচীতে সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(ঘ) সাধারণ পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি সূচক ভোটে সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হইবে।

১২শ পরিচ্ছেদঃ বিবিধ

অনুচ্ছেদ নং- ১৯

(ক) ক্লাবের যে কোন সদস্যের আত্মীয় বা অতিথি সাময়িক-ভাবে ক্লাবের সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন। তবে ক্লাবে রক্ষিত রেজিষ্টারে সংশ্লিষ্ট সদস্য তাঁহার আত্মীয়/অতিথির নাম ও পরিচয় লিপিবদ্ধের মাধ্যমে সাধারণ সম্পাদককে অবহিত করিবেন।

(খ) সদস্যদের পরিবারবর্গ, আত্মীয় বা অতিথি কর্তৃক ক্লাবের

সুযোগ সুবিধা ভোগ জনিত নীতিমালা কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রণয়ন করিবেন।

(গ) কোন কারণে ক্লাব বিলুপ্ত হইলে উহার পরিসম্পদাদি কেন্দ্রে ন্যস্ত হইবে।

১৩শ পরিচ্ছেদঃ ব্যাখ্যা

অনুচ্ছেদ নং- ২০

এই গঠনতন্ত্রের কোন অনুচ্ছেদ/উপ-অনুচ্ছেদ এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোন মত বিরোধের সৃষ্টি হইলে সেই ক্ষেত্রে রেক্টরের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। প্রয়োজন-বোধে তিনি কোন বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৪শ পরিচ্ছেদঃ (অস্থায়ী)

(ক) এই গঠনতন্ত্র রেক্টর কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর কার্যকর হইবে।

(খ) গঠনতন্ত্র কার্যকর হওয়ার ৩(তিন) মাসের মধ্যে কার্য-নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

....